১০৭

দৈনিক ই·[illegible]লাব

তারিখ ... APR. 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বগুড়ায় অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা রমরমা
স্কুলগামী ছেলে মেয়েরাও বিপথগামী হচ্ছে

মহসিন আলী রাজু ঃ একশ্রেণীর পুলিশ ও, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অসাধু লোকদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বগুড়ায় অবৈধ মাদক ব্যবসায় এখন খুবই রমরমা অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বগুড়া শহরের বেশ কিছু ব্যক্তি অবৈধ মাদক ব্যবসার মাধ্যমে রাতারাতি কোটিপতি বনে গিয়ে এখন কালো টাকার দাপটে স্থানীয় রাজনীতি ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। পাশাপাশি মাদক ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে সমাজের অভ্যন্তরে নীরব ধস সৃষ্টি করে ঘরে ঘরে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

স্থানীয় একটি মাদক বিরোধী সংগঠন, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ও কিছু মাদকাসক্তের কাছ থেকে পাওয়া ভয়াবহ তথ্যে জানা যায়– বগুড়া শহরে এখন মাদক ব্যবসা করে অতি সহজেই লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা কামাই করা যায়। বগুড়ায় বর্তমানে সর্ব প্রকার ভারতীয় মদ, ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন, অ্যালকোহল খুব সহজেই পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে ফেনসিডিল, গাঁজা ও এ্যালকোহল এই তিন প্রকার মাদকদ্রব্য নেশাখোরদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ও সহজলভ্য হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় ফেনসিডিল আসক্তের সংখ্যা ইতোমধ্যেই বগুড়া শহরের মধ্যেই ২০ হাজারে দাঁড়িয়ে গেছে। বর্তমানে বগুড়া শহরের ২/৩টি ফার্মেসি, সেউজগাড়ীর ২টি বাড়ী নামাজগড়ের একজন পুরাতন মাদক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ও নামাজগড় তেঁতুলতলার ৮/১০টি বাড়ীতে রীতিমত সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিয়মিত ফেনসিডিলের আসর বসছে। এসব বাড়ীতে কিছু কিছু মহিলা ফেনসিডিলখোরদের কাছে মাসি, খালা, ভাবি ও আপা নামে পরিচিতি পেয়েছে। এসব খালা, ভাবি ও আপাদের কাছে ইদানীং এমনকি কলেজ ছাত্রী, গৃহবধূ, সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, ঠিকাদাররা পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়ার ছল করে আত্মীয় ও বন্ধু সেজে ফেনসিডিল সেবণ করে আসছে বলে উদ্বেগজনক খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও বগুড়া শহরের একাধিক নামকরা স্কুলের বাথরুম, টয়লেটগুলোতে প্রতিদিনই ফেনসিডিলের খালি শিশি পাওয়া যাচ্ছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীরাও হয়তো স্কুল ব্যাগে ফেনসিডিলের শিশি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে স্কুলের বাথরুম ও টয়লেটে ঢুকে ফেনসিডল সেবণ করে খালি শিশি ফেলে দেয়। ফেনসিডিল ও নকল ফেনসিডিল সেবণ করে কিডনি ও যৌন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে ইদানীং হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার জন্য তরুণ-তরুণীরা ভিড় করছে বলে ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেছে। ফেনসিডিল সেবী পুরুষরা দ্রুত যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় এ ধরনের পুরুষের স্ত্রীরা স্বামীকে তালাক দিচ্ছে অথবা নিজেরাও অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে এমন তথ্যও জানা গেছে।

ফেনসিডিলের পরেই গাঁজা ও এ্যালকোহলের চলছে রমরমা ব্যবসা। শহরের অন্তত শতাধিক পান-বিড়ীর দোকানে প্রকাশ্যে গাঁজা বিক্রি হয়। শহরের চেলোপাড়া ব্রিজের ঠিক নিচেই এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার পাইকারী ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। অত্যন্ত সুপরিচিতি এই গাঁজা ব্যবসায়ী তাই শহরে 'গাঁজা'... নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও কাটনারপাড়া, কালিতলাহাট, কামারবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় একাধিক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে প্রকাশ্যে। এদিকে কমদামী নেশা হিসেবে এ্যালকোহলের জনপ্রিয়তা রয়েছে নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে। রিক্সাচালক ও দিনমজুর শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত সাইনবোর্ড সর্বস্ব হোমিও ওষুধের দোকান ও কিছু বস্তি, টাইপের বাড়ীতে গিয়ে অ্যালকোহল সেবণ করে। অথবা ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে নিয়ে যায়। বগুড়া শহরের ১০ হাজার রিকশাচালকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ এখন অ্যালকোহলে আসক্ত বলে জানা যায়। বগুড়া শহরের ৫/৬ জন বড় অ্যালকোহল ব্যবসায়ী বিভিন্ন ডিস্টিলারিজ থেকে চোরাই পথে কমদামে অ্যালকোহল কিনে এনে তা জ্যারিকেনে ও পলিথিন প্যাকেটে পাইকারী ও খুচরা পদ্ধতিতে বিক্রি করে থাকে। ডিস্টিলারিজ ছাড়াও ইদানীং ভারত থেকেও এ্যালকোহল পাচার হয়ে আসছে বলে জানা যায়। বগুড়া শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে মোকামতলা বন্দরের একজন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত অ্যালকোহল ব্যবসায়ী ইতোমধ্যে 'অ্যালকা সম্রাট' খ্যাতি লাভ করেছে। তার ক্ষমতার দাপটে এখন অনেকে অস্থির ও ভীতসন্ত্রস্ত থাকে বলে জানা যায়।

এসব প্রকাশ্য মাদক ব্যবসার নাড়ী-নক্ষত্র সবই জানা আছে পুলিশ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে মাদক ব্যবসায়ীরা সবাইকে বশিভূত রাখতে সক্ষম হয়েছে বিধায় সমাজ দ্রুত ধ্বংসের পথে চালিতে হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত।